

## ভ্যাট টিপস-১১৯/২০২৪:

বিষয়: রেয়াত বাতিল করা হলে সুদ প্রযোজ্য হবে কিনা।

আজ আমরা মাঠ পর্যায়ের একটা জটিলতা নিয়ে আলোচনা করবো, ইন-শা-আল্লাহ। নানা কারণে পূর্বে গৃহীত রেয়াত বাতিল করা হয়। রেয়াত বাতিল করা হলে সুদ প্রযোজ্য হবে কিনা এ বিষয়টি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে জটিলতা রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কখনো সুদ প্রয়োগ করা হয়; আবার, কখনো সুদ প্রয়োগ করা হয় না। অর্থাৎ এ বিষয়টির মাঠ পর্যায়ে সুসম প্রয়োগ নেই। এমন অবস্থা কাম্য নয়। বিধি-বিধান সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে প্রয়োগে শৃংখলা আসে। বিধি-বিধানে অস্পষ্টতা থাকলে নানা অনিয়মের সূত্রপাত হয়।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৮৫ এর সারণীর (জ) ক্রমিকে অনিয়মিতভাবে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মিনিমাম অর্ধেক এবং ম্যাক্সিমাম সমপরিমাণ জরিমানা আরোপ করার বিধান রয়েছে। ভ্যাট আইনে সুদ সংক্রান্ত ধারা হলো ১২৭। উক্ত ধারার উপ-ধারা (১) এ উল্লেখ রয়েছে যে, “প্রদেয় কর” পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সুদ পরিশোধ করতে হবে। এই ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে সুদ প্রদেয় হবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, রেয়াত হলো একটা সুবিধা যা আইনে দেয়া হয়েছে। উপকরণ ক্রয় করার বিপরীতে যে অর্থ রেয়াত নেয়া হয় তা অনেক আগেই সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, যদি রেয়াত বাতিল হয়, এর অর্থ হলো তিনি সুবিধা পাবেন না। এখানে সুদ প্রযোজ্য হবে না। তবে, এই যুক্তি নিতান্তই দুর্বল। এই কারণে যদি সুদ প্রযোজ্য না হয়, তাহলে জরিমানা প্রযোজ্য হওয়াও সমীচীন নয়। কিন্তু ধারা ৮৫ এর সারণীতে জরিমানা আরোপ করার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ রেয়াত বাতিল হওয়া হালকাভাবে দেখার অবকাশ নেই।

আবার কেউ কেউ মতামত দিয়ে থাকেন যে, অবৈধভাবে রেয়াত নেয়া হলে সুদ প্রযোজ্য হবে। তবে, অতিরিক্ত রেয়াত নেয়া হলে সুদ প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। মাঠ পর্যায়ে এই নীতিমালা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। তবে, এক্ষেত্রেও তেমন শক্ত যুক্তির উপস্থাপন দেখা যায় না। অবৈধ রেয়াত হলো যে রেয়াত সম্পূর্ণ বাতিলযোগ্য। আর অতিরিক্ত রেয়াত হলো গৃহীত রেয়াতের কিছুটা সঠিক; তবে, কিছুটা বাতিলযোগ্য। তাই, রেয়াতের অংশবিশেষ যদি বাতিলযোগ্য হয়, তাহলে আইনের সঠিক প্রয়োগ হতে হলে অতিরিক্ত গৃহীত রেয়াতের বিপরীতে সুদ প্রযোজ্য হওয়া সমীচীন।

আবার, কেউ কেউ বলে থাকেন যে, অনিয়মিতভাবে রেয়াত গ্রহণকারীর যদি দাখিলপত্রে নেগেটিভ ব্যালান্স থাকে, তাহলে তার ক্ষেত্রে সুদ প্রযোজ্য হওয়া সমীচীন নয়। কারণ, তারতো সরকারের কাছে পাওনা রয়েছে। রেয়াত গ্রহণ করা না হলেও তাকে সরকারকে রাজস্ব পরিশোধ করতে হতো না। নেগেটিভ ব্যালান্স থেকে প্রদেয় সমন্বয় করতে পারতো। অর্থাৎ তার নীট প্রদেয় সৃষ্টি হতো না। দাখিলপত্রে প্রদেয়, রেয়াত, বৃদ্ধিকারী সমন্বয়, হ্রাসকারী সমন্বয় যোগ-বিয়োগ করার পরে যদি নেগেটিভ ব্যালান্স থাকে তাহলে তার নীট প্রদেয় সৃষ্টি হয় না। তাই, প্রদেয় বা নীট প্রদেয় পরিশোধ না করার প্রশ্ন থাকে না।

উপকরণ কর রেয়াত পাওয়ার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি বিধিবিহীনভাবে রেয়াত গ্রহণ করে তাহলে আইনের ধারা-৪৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে প্রকৃত নীট কর নিরূপণ ও পরিশোধ করা হয় না। পরবর্তী সময়ে দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিরীক্ষা বা অনুসন্ধানে অতিরিক্ত গৃহিত রেয়াত বাতিল করা হলেও সরকার যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে প্রাপ্তব্য নীট রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে। ধরা যাক, একটি প্রতিষ্ঠানের জানুয়ারি-২০২৩ কর মেয়াদে প্রদেয় উৎপাদ কর ১,০০,০০০/- টাকা। উক্ত কর মেয়াদে তিনি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেছেন ৭০,০০০/- টাকা। এক্ষেত্রে উক্ত কর মেয়াদে প্রতিষ্ঠানের নীট কর হবে  $(১,০০,০০০ - ৭০,০০০) = ৩০,০০০/-$  টাকা। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই কর মেয়াদ শেষে নীট কর বাবদ ৩০,০০০/- টাকা ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবে। যদি ৭০,০০০/- টাকা রেয়াত গ্রহণ না করা হতো তাহলে নীট রাজস্ব আদায় হতো ১,০০,০০০/- টাকা অর্থাৎ সরকারি কোষাগারে জমা হতো ১,০০,০০০/- টাকা। দীর্ঘ ১ বা ২ বছর পরে দাখিলপত্র পরীক্ষা, নিরীক্ষা বা অনুসন্ধান দেখা গেল যে, জানুয়ারি-২০২৩ কর মেয়াদে গৃহিত রেয়াত ৭০,০০০/- টাকা বিধি বিহীন ছিল এবং তা বাতিলযোগ্য। অর্থাৎ জানুয়ারি-২০২৩ মাসে তিনি ৭০,০০০ টাকা প্রদেয় কর কম পরিশোধ করেছিলেন। অর্থাৎ জানুয়ারি-২০২৩ মাসে তিনি প্রদেয় কর পরিশোধ করেননি। তাই, আইনের ধারা ১২৭ অনুসারে, সুদ প্রযোজ্য হবে।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২৭(১) অনুযায়ী, প্রদেয় কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সুদ পরিশোধ করতে হবে। প্রদেয় কর বলতে প্রদেয় নীট কর বোঝায়। করদাতা আসলে প্রদেয় নীট কর পরিশোধ করেন। আইনের ধারা ৪৫ অনুসারে, কর মেয়াদের সকল উৎপাদ কর যোগ করতে হবে। তা থেকে উক্ত কর মেয়াদের রেয়াত বিয়োগ করতে হবে। এর সাথে উক্ত কর মেয়াদের সকল বৃদ্ধিকারী সমন্বয় যোগ করতে হবে। যোগফল হতে উক্ত কর মেয়াদের সকল হ্রাসকারী সমন্বয় বিয়োগ করতে হবে। এর পর যে অংক পাওয়া যাবে সেটা হলো প্রদেয় নীট কর যা দাখিলপত্র দাখিল করার আগে সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করতে

হবে। অনিয়মিতভাবে রেয়াত গ্রহণ করা হলে প্রদেয় নীট কর হ্রাস পায়। অর্থাৎ নীট কর পরিশোধ করা হয় না। তাই, অনিয়মিতভাবে রেয়াত নেয়া হলে সুদ প্রযোজ্য হবে।

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালের আপীল নম্বর: ভ্যাট-৩১১/২০২২ এর বিপরীতে ট্রাইব্যুনাল থেকে আদেশ দেয়া হয়েছে বলে জেনেছি যে, উপকরণ কর রেয়াত প্রদেয় কর নয় বিধায় আলোচ্য ক্ষেত্রে গৃহীত রেয়াতের ওপর সুদ প্রযোজ্য হবে না। এই বিষয়টি বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। এমন আরো মামলা সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে বলে জেনেছি। আদালতের চূড়ান্ত আদেশ পাওয়া গেলে প্রয়োগে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তাছাড়া, রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ থেকে ইতোমধ্যে কোনো নির্দেশনা পাওয়া গেলে তা পরিপালন করতে হবে। তবে, এ পর্যন্ত সার্বিক বিষয়াদি বিশ্লেষণে বলা যায় যে, অনিয়মিতভাবে রেয়াত গ্রহণ করা হলে প্রদেয় নীট কর অপরিশোধিত থাকে। তাই, অনিয়মিতভাবে রেয়াত গ্রহণ করা হলে আইনের ধারা ৮৫(১)(জ) অনুসারে জরিমানা আরোপ এবং ধারা ২৭(১) অনুসারে সুদ প্রযোজ্য হবে। তবে, অনিয়মিতভাবে রেয়াত নেয়ার পরেও যদি দাখিলপত্রে নেগেটিভ ব্যালান্স থাকে, অর্থাৎ সরকারের কাছে পাওনা থাকে, তাহলে সুদ প্রযোজ্য হবে না। কারণ, প্রদেয় নীট কর সৃষ্টি হয়নি। রেয়াত বাতিল করা হলে সুদ প্রযোজ্য হবে কিনা এ বিষয়টি এভাবে নিষ্পন্ন করা যায়।

ধন্যবাদ এবং শুভ কামনা।

ড. মোঃ আব্দুর রউফ

ভ্যাট বিশেষজ্ঞ।

৩১.০৩.২০২৪